বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট রিপোর্ট

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স,
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
অর্থ বছর ঃ ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স,
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
অর্থ বছর ঃ ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

ঃ সূচীপত্রঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
৬	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
৭	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
৮	অডিটের সুপারিশ	৭
৯	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৯-১৭
১০	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

..........................বঃ
তারিখঃ____________________
.........................খ্রিঃ

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব এবং বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৩-২০০৫ ও ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা উত্থাপিত সময়ের অথবা তৎপূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ...............................ঢাকা।

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা (লক্ষ টাকায়)
১.	উৎসে কর অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	**২৬.৩৭**
২.	বিমানের টিএ/ডিএ খাতে অর্থ পরিশোধে ব্যাপক অনিয়ম ও জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ।	**৫৮৬.৪৩**
৩.	মেসার্স গ্রীণ ল্যান্ড ট্রাভেলস্ লিঃ কে অনিয়মিতভাবে ব্যাংক গ্যারান্টির অতিরিক্ত টিকেট ইস্যু করতঃ টাকা আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি।	**২৩১.৯৭**
৪.	বৈদেশিক ক্রয়াদেশের বিপরীতে আমদানীকৃত পণ্যের/মালামালের মূল্য যথাসময়ে সরবরাহকারীকে পরিশোধ করা সত্ত্বেও মালামাল ভান্ডারে না পাওয়ায় সংস্থার ক্ষতি।	**৬৭১.৯৮**
৫.	ক্যাশ এন্ড ব্যাংকিং শাখা কর্তৃক নগদে পরিশোধকৃত ভাউচারসমূহের হিসাব বিবরণীতে (ডি-১৫) যোগফল জালিয়াতির মাধ্যমে প্রকৃত খরচ অপেক্ষা বেশী দেখিয়ে তহবিল তছরুপ করায় সংস্থার ক্ষতি।	**৬.২৮**
৬.	সংস্থার চুক্তিপত্র ও নির্দেশ উপেক্ষা করে মেসার্স এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (বিডি) লিঃ কে পরিশোধিত স্ক্যানিং বিল হতে সার্ভিস চার্জ কর্তন না করায় সংস্থার ক্ষতি।	**১০১.৮৮**
৭.	সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পোষ্যদের স্বাস্থ্য বীমার প্রিমিয়ামের অর্থ সংস্থার তহবিল হতে পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	**৯৯.৮৪**
	অডিটে উদঘাটিত সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ	১৭২৪.৭৫

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসরঃ

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরীক্ষার অর্থ বৎসর যথাক্রমেঃ

- ২০০৫-২০০৬ ;
- ২০০৩-২০০৫ ;

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানঃ

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিম্নে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান সমূহ ঃ

- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ

- কমপ্লায়েন্স অডিট।

নিরীক্ষার সময়ঃ

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাক্রমে নিম্নলিখিত সময়ে অডিট করা হয়।

- নভেম্বর/২০০৬ হতে মার্চ/২০০৭
- এপ্রিল/২০০৬ হতে জুলাই/২০০৬
- নভেম্বর/২০০৬ হতে জানুয়ারি/২০০৭

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা/পর্যালোচনা ;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ

- মিয়াজী মোঃ সাইফুল্লাহ সোবহান, পরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।
- জনাব নুরুল আলম, উপ-পরিচালক, সেক্টর-২, ঢাকা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান, ও সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা প্রতিপালন না করা।
- বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত না রাখা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান ও সরকার/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক।
- প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখতে হবে।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ অডিট অফিসকে অবহিত করতে হবে।

২য় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ।

শিরোনামঃ উৎসে কর অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২৬,৩৭,৩৯২ টাকা।

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৩-২০০৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, উৎসে কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে । বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ক " তে দেয়া হলো।

- আয়কর বিধিমালা ১৯৮৪ এর বিধি ১৭ডি অনুযায়ী বাণিজ্যিক ইউনিট লীজ গ্রহীতার নিকট হতে ৩% হারে উৎসে কর বাবদ ২১,৮৬,৭২৮.৭৪ টাকা;

- আয়কর বিধিমালা ১৯৮৪ এর বিধি ৫২ এ অনুযায়ী বিজ্ঞাপন বিল হতে ৫% হারে উৎসে কর বাবদ ৬৪,৮২৮.৬৯ টাকা।

- আয়কর বিধিমালা ১৯৮৪ এর বিধি ৫৩ ই অনুযায়ী সার্ভিস চার্জ বিল গ্রহীতার নিকট হতে ৫% হারে উৎসে কর বাবদ ৩,৩৬,১০২.৬০ টাকা;

- এস,আর,ও নং-৬-আইন/২০০২ তাং-০৬/০১/২০০২ অনুযায়ী ঠিকাদার বিল হতে ৩.৫% ও ৪% হারে উৎসে কর বাবদ ৪৯,৭৩২.৩০ টাকা ; সর্বমোট (২১,৮৬,৭২৮.৭৪+৬৪,৮২৮.৬৯+৩,৩৬,১০২.৬০+৪৯,৭৩২.৩০) = ২৬,৩৭,৩৯২.৩৩ টাকা উৎসে কর অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আংশিক জবাবে আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে জানানো হলেও পূর্ণাংগ জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব যথাযথ বিবেচিত হয়নি কারণ এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মানা হয়নি।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সর্বশেষ ১৬/০৮/০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সরকারি রাজস্ব আদায় করে কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ।

শিরোনামঃ বিমানের টিএ/ডিএ খাতে অর্থ পরিশোধে ব্যাপক অনিয়ম ও জালিয়াতির মাধ্যমে ৫,৮৬,৪২,৫৮৬ টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণঃ

- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিমানের টিএ/ডিএ খাতে অর্থ পরিশোধে ব্যাপক অনিয়ম ও জালিয়াতির মাধ্যমে ৩১ ডিসেম্বর,২০০০ হতে ১২ অক্টোবর, ২০০৫ পর্যন্ত উক্ত টাকা আত্মসাৎ করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'খ' তে দেয়া হলো।
- তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রথম রিপোর্টের ভিত্তিতে জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ পি-৩৪২৬৮ হিসাব তত্ত্বাবধায়ককে দায়ী করে কর্তৃপক্ষ তাকে বরখাস্ত করেন এবং অর্থ আত্মসাতের সহিত সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হওয়ায় জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, পি ৩৪৭৫০ হিসাব তত্ত্বাবধায়কে ৩ বছরের জন্য পদাবনতি এবং ৪,০৫,০৪০ টাকা তার মাসিক বেতন হতে কর্তনের নির্দেশ দেন।
- জনাব হারুন উর রশিদ পি-৩৪২৬৮ কে বেতন শাখায় ১৯৯৭ সাল হতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৯ বছরের টিএ/ডিএ সংক্রান্ত একই কাজে সম্পৃক্ত রাখা হয়েছে। ফলে উক্ত কর্মচারী কর্তৃক জালিয়াতি করা সহজ/সম্ভব হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- স্থানীয় অফিস জবাবে জানান যে, আত্মসাৎকৃত টাকার মধ্যে জনাব গোলাম মোস্তফা পি-৩৪৭৫০ প্রাক্তন হিসাব তত্ত্বাবধায়কের বেতন হতে ৩৩,৮৯৭ টাকা আদায় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। আত্মসাৎকৃত সম্পূর্ণ টাকা আদায়যোগ্য।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সর্বশেষ ০২/০৩/০৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিষয়টি তদন্ত পূর্বক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ।

শিরোনামঃ **মেসার্স গ্রীন ল্যান্ড ট্রাভেলস লিঃ কে অনিয়মিতভাবে ব্যাংক গ্যারান্টির অতিরিক্ত টিকেট ইস্যু করতঃ টাকা আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি ২,৩১,৯৬,৯৫৯ টাকা।**

বিবরণঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে নিম্নে বর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ

- ব্যক্তিগত ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়াই মাত্র ১০.০০ লক্ষ টাকার **ATAB (Association of Travel Agents of Bangldesh)** এর গ্যারান্টির বিপরীতে ২৩১.৮০ লক্ষ টাকার টিকেট ইস্যু করা হয়েছে।
- জুন/০৬ হতে সেপ্টেম্বর/০৬ পর্যন্ত প্রতি কোয়ার্টারে প্রায় ৫০০/৬০০ টিকেট অব্যবহৃত থাকার পরও টিকেট ইস্যু করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ বিমানের সার্কুলার নং-F:84/REC/001/96/311 তারিখ ৩১-০১-১৯৯৬ এর ধারা নং-(এফ) এ বর্ণিত বিধি "Revenue documents can only be supplied to aporoved stock-holding GSA/PSA/CSA/ on the basis of written approval from the Station Head/Country Manager/District Manager on payment of all sale proceeds and arrear dues in any Quantity of revenue documents to be supplied should be deternined on the Basis of average consumption But in any case estimated value of tickets/AWB to be supplied to GSA/PSA/CSA must not exceed the amount of Bank Guarantee of the concerned GSA/PSA/CSA", যা উপেক্ষা করা হয়েছে।
- গ্রীনল্যান্ড ট্রাভেলস এর নতুন মালিকানার দুর্নীতি সম্পর্কে জনাব ইব্রাহিম মিয়া কর্তৃক ডাইরী নং-২৪৩৬ তারিখ -২৮-০৭-০৩ এর মাধ্যমে পূর্ব থেকে জানানোর পরও তা উপেক্ষা করা হয়েছে। উল্লেখ্য গত ১৬-১১-০৬ তারিখে দৈনিক "প্রথম আলো" পত্রিকায় এজেন্ট কর্তৃক টিকেটের মূল্য আত্মসাতের বিষয়টি প্রকাশিত হয়।
- কোন কোন টিকেট অনুমোদনের ক্ষেত্রে সেলস প্রমোশন অফিসারদের অনুমোদন ছাড়াই স্টেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টিকেট ইস্যু করা হয়েছে।
- ব্যাংক গ্যারান্টির অতিরিক্ত/সীমাতিরিক্ত টিকেট ইস্যুর সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়নি। বরং জিএম থেকে পরিচালক বিপণন ও বিক্রয় পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। আলোচ্য অনিয়মের সহিত সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'গ' তে দেয়া হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- স্থানীয় অফিস কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অনিয়মিতভাবে জামানত ব্যতীত অতিরিক্ত টিকেট ইস্যু করতঃ সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সর্বশেষ ০২/০৩/০৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আলোচ্য অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ পরিশিষ্টে বর্ণিত কর্মকর্তা/গ্রীন ল্যান্ড এজেন্ট এর নিকট থেকে উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ।

শিরোনামঃ বৈদেশিক ক্রয়াদেশের বিপরীতে আমদানীকৃত পণ্যের/মালামালের মূল্য যথাসময়ে সরবরাহকারীকে পরিশোধ করা সত্ত্বেও মালামাল ভান্ডারে না পাওয়ায় সংস্থার ৬,৭১,৯৮,২৯১ টাকা ক্ষতি ।

বিবরণঃ

- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, হিসাব নং-২০ ৪৯৬ ও ২০ ৪৯৯ এর মাধ্যমে নগদ ও এলসির মাধ্যমে মালামালের মূল্য যথাসময়ে সরবরাহকারীকে পরিশোধ করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মালামাল রিসিট ভাউচার (আরভি) এর মাধ্যমে অদ্যাবধি ভান্ডারে গৃহিত হয়নি। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ‘ঘ ’ তে দেয়া হলো।
- উক্ত বিপুল পরিমাণ টাকা ক্ষতির জন্য ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দায়ী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- স্থানীয় অফিস জবাব প্রদানে বিরত থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- আমদানীকৃত মালামালের মূল্য যথাসময়ে পরিশোধ করা সত্ত্বেও মালামাল ভান্ডারে না পাওয়ায় সংস্থার উক্ত অর্থের ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সর্বশেষ ০২/০৩/০৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ।

শিরোনামঃ **ক্যাশ এন্ড ব্যাংকিং শাখা কর্তৃক নগদে পরিশোধকৃত ভাউচার সমূহের হিসাব বিবরণীতে (ডি-১৫) যোগফল জালিয়াতির মাধ্যমে প্রকৃত খরচ অপেক্ষা বেশী দেখিয়ে তহবিল তছরুপ করায় সংস্থার ৬,২৮,১০২ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণঃ

- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ক্যাশ এন্ড ব্যাংকিং শাখা কর্তৃক নগদে পরিশোধকৃত ভাউচার সমূহের হিসাব বিবরণীতে (ডি-১৫) যোগফল জালিয়াতির মাধ্যমে প্রকৃত খরচ অপেক্ষা বেশী খরচ দেখিয়ে তহবিল তছরুপ করায় উক্ত টাকা ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ঙ' তে দেয়া হলো।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক কেবলমাত্র জুলাই, ২০০৫ মাসের ডি-১৫ এ রিপোর্টকৃত ভাউচার সমূহের সঠিকতা যাচাই করা হয়েছে। ভাউচার সমূহে প্রকৃত যোগফল অপেক্ষা খরচের পরিমাণ অনেক বেশী দেখিয়ে যোগফল নির্ণয় করা হয়েছে এবং খরচ যতটুকু বেশী দেখানো হয়েছে ঠিক সেই অংকের অর্থ খুচরা নগদান তহবিল থেকে তছরুপ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- স্থানীয় অফিস জবাবে জানান যে, গত ১৬-৬-০৫, ২০-৭-০৫, ২৫-৭-০৫, ২৮-৭-০৫ এবং ৩০-৭-০৫ মোট ৫ দিনে ডি-১৫ এর যোগফল কম্পিউটারে জালিয়াতির মাধ্যমে উল্লেখিত ৬,২৮,১০২ টাকা ক্যাশ এন্ড ব্যাংকিং শাখার হিসাব সুপারভাইজার গোলাম মোস্তফা পি-৩৪৭৫০ আত্মসাৎ করে। মোট আত্মসাৎকৃত অর্থের পরিমাণ আরও বেশী। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে গোলাম মোস্তফাকে দোষী সাব্যস্ত করে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মহা ব্যবস্থাপক বিএফসিসি কর্তৃক আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় যার রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সত্ত্বর তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করে আত্মসাৎকৃত মোট অর্থ আদায় করতে হবে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সর্বশেষ ০২/০৩/০৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়- দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তির নিকট থেকে আত্মাসাৎকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬।

শিরোনামঃ **সংস্থার চুক্তিপত্র ও নির্দেশ উপেক্ষা করে মেসার্স এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (বিডি) লিঃ কে পরিশোধিত স্ক্যানিং বিল হতে সার্ভিস চার্জ কর্তন না করায় সংস্থার ক্ষতি ১,০১,৮৭,৭৮৫ টাকা।**

বিবরণঃ

- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, প্রধান কার্যালয়, কুর্মিটোলা, ঢাকা এর ২০০৫-০৬ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সংস্থার পত্র নং-ডিএসিএফডি/ ৪২/২০০৬/৪৫৭ তারিখ ১০-০৯-০৬ মোতাবেক ১০% হারে সার্ভিস চার্জ কর্তনের আদেশ জারি করা হলেও তা পরিপালন না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'চ' তে দেয়া হলো।
- ২৯-০৪-০৩ হতে ৩১-১২-০৬ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০,১৮,৭৭,৮৪৯.৫২ টাকার পরিশোধিত বিল হতে সার্ভিস চার্জ (১০%) বাবদ মোট ১,০১,৮৭,৭৮৪.৯৫ বা ১,০১,৮৭,৭৮৫ টাকা কর্তন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সার্ভিস চার্জ কর্তনের আদেশ জারি করে উহা বাস্তবায়ন না করায় সংস্থার ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সর্বশেষ ০২/০৩/০৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ।

শিরোনামঃ **সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পোষ্যদের স্বাস্থ্য বীমার প্রিমিয়ামের অর্থ সংস্থার তহবিল হতে পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৯৯,৮৪,৪৮০ টাকা।**

বিবরণঃ

- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২005-২00৬ অর্থ বছরে সংস্থায় কর্মরত পুরুষ কর্মকর্তা/ কর্মচারীর স্ত্রী ও দুই সন্তান এবং মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বামী ও দুই সন্তান (১+২) ৩ জন করে পোষ্যদের সংস্থার তহবিল হতে স্বাস্থ্য বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ করায় সংস্থার উক্ত টাকা ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ছ" তে দেয়া হলো।
- সংস্থার জন্য প্রণীত বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন এমপ্লয়িজ (সার্ভিস) রেগুলেশন-১৯৭৯ এর ৭৮ ধারায় বর্ণিত আছে, " Medical entitlements to the employers of the corporation shall be governed under the guidelines and decisions issued by the Ministry of Finance from time to time", যা উপেক্ষা করা হয়েছে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সংস্থার জন্য প্রণীত বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন, এমপ্লয়িজ (সার্ভিস) রেগুলেশন-১৯৭৯ এর ৭৮ ধারায় বর্ণিত আদেশ পরিপালন করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সর্বশেষ ০২/০৩/০৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।